সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
পরিষদ

ভারতের নীল অর্থনীতি

নীতি কাঠামোর খসড়া

1 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীল অর্থনীতিতে জোর দেওয়ার সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদ (ইএসি-পিএম), নীল অর্থনীতির নীতিগত পদ্ধতিকে নতুনভাবে চালনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংক্রান্ত কাজ করা অনেক মন্ত্রক, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলির মধ্যেকার আদানপ্রদান বা তার অভাবের কথা মাথায় রেখে, বিষয়গুলি সমাধানের জন্য একীভূত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা করা দরকার, কারণ এগুলির বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

2 ভারতের নীল অর্থনীতির জন্য নীতির খসড়া উপস্থাপন করা আমার সৌভাগ্য। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রক, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে একাধিক আলোচনার পরে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ভারত সরকার গ্রহণ করতে পারে এমন কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ই এই খসড়াতে রয়েছে। এটি স্থিতিশীল উপায়ে জনগণের উন্নত অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য নীল সম্পদগুলিকে একত্রিত করার ভীত হতে পারে।

3 আমি নীল অর্থনীতির উদ্যোগের অধীনে সাতটি ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান, আহ্বায়ক, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট তরুণ পেশাদারদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাদের সমর্থন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তারা একাধিক বিস্তৃত প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন যা নীল অর্থনীতির বিভিন্ন দিককে সামনে এনেছে। প্রতিটি প্রতিবেদন বিদ্যমান এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশাল সম্ভাবনা এবং সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্য খুব ভাল একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে। ইএসি-পিএম এর ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা ড: সুমিতা মিশ্রের অবদানকেও আমি সাধুবাদ জানাই, যিনি প্রধান আহ্বায়ক অফিসার হিসাবে এই জটিল কর্মসূচির সমাপ্তি পর্যন্ত তদারকি করে এবং সমন্বয় করে গেছেন। আলোচনার সময় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই।

4 আমি আশা করি যে এই নথি ভারত সরকারের নীল অর্থনীতির উদ্যোগে অর্থবহ অবদান রাখবে।

রতন পি. ওয়াতল
সদস্য সচিব
ইএসি-পিএম

United Nations Sustainable Development Goal 14

"Conserve and sustainably use the oceans seas and marine resources for sustainable development"

"To me the Blue Chakra or wheel in India's national flag represents the potential of Blue Revolution or the Ocean Economy. That is how central the ocean economy is to us".

- Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

INDIA & ITS TERRITORIAL WATERS

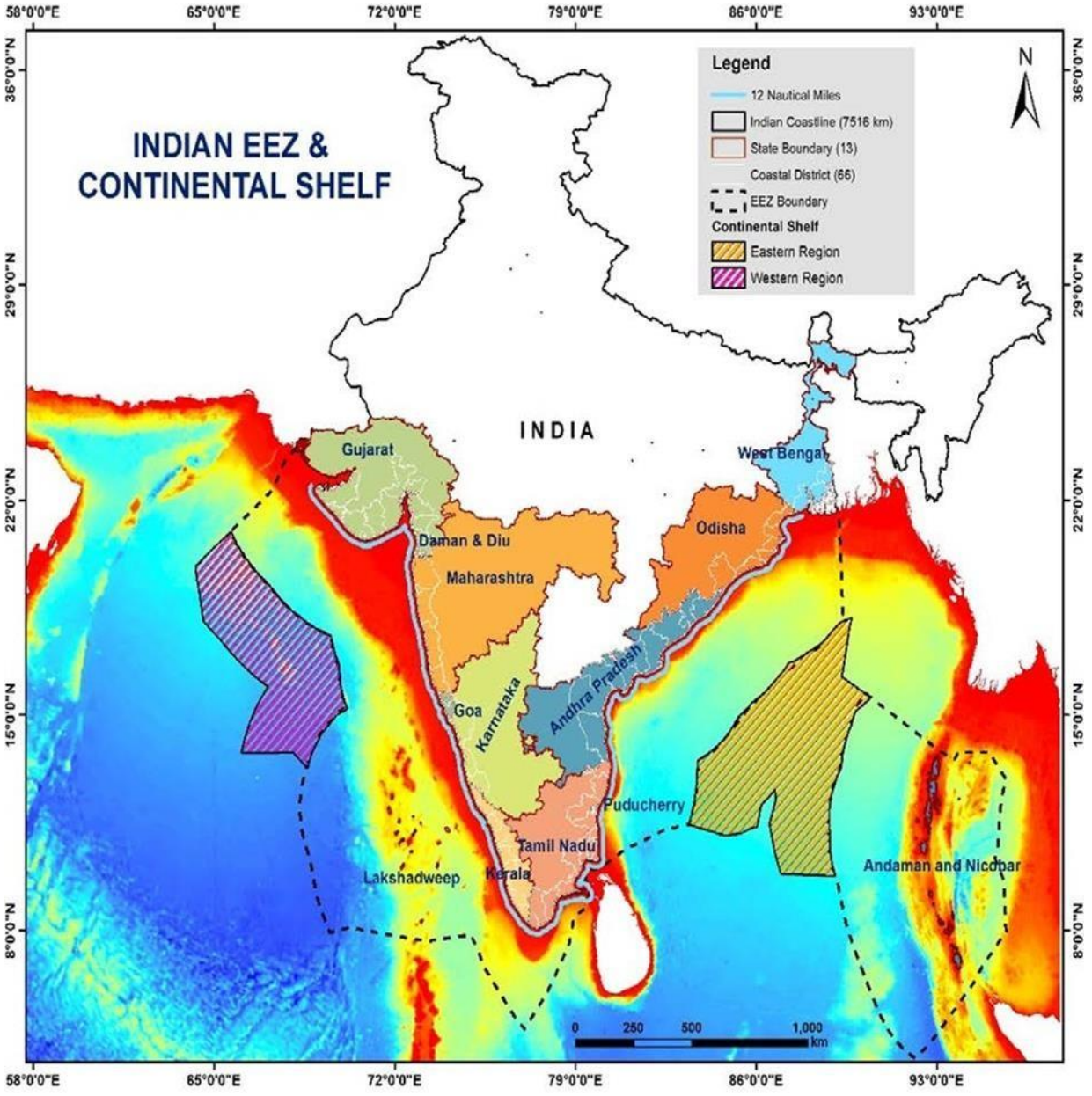

Source : Ministry of Earth Sciences, 2019

1. ভারতের নীল অর্থনীতির স্বপ্ন

1.1 বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে উত্থাপিত আশঙ্কার পাশাপাশি ভবিষ্যতের বিকাশ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করতে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএনইউ) অধ্যাপক গুন্টার পাওলি 1994 সালে সর্বপ্রথম নীল অর্থনীতির অর্থনৈতিক দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। ধারণাটি "বর্জ্যহীন এবং নির্গমনহীন" এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধারণাসমূহ সহ আরও স্থিতিশীল মডেল বিকাশের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এরপরে, 2012 সালে তৃতীয় বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন – রিও+20 এর পরে নীল অর্থনীতি আরও বেশি গুরুত্ব পায়। সম্মেলনটিতে *অন্যান্য বিষয়ের সাথে* সবুজ অর্থনীতির ধারণার মধ্যে নীল অর্থনীতিকে আনার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়। জাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য 14 অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী প্রশাসন ও সমুদ্রের সংস্থানের ব্যবহারের দিকনির্দেশক নীতি হিসাবে "স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সংস্থান সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল ব্যবহার" করার কথা বলার সময় ধারণাটি আরো গুরুত্ব পায়। অনেক সদস্য দেশ এখন নীল অর্থনীতির নিজস্ব সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। প্রাকমহামারী ওইসিডি অনুমান অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী নীল অর্থনীতি বিশ্বের অন্যান্য অর্থনীতির দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। অবশ্যই লক্ষণীয় যে নীল অর্থনীতি থেকে মূল্য সংযোজনে উপকূলীয় নির্মাণক্ষেত্র এবং পরিষেবা, সামুদ্রিক বাণিজ্য, শিপিং, অফশোর এবং উপকূলীয় শক্তি, গভীর সমুদ্রের খনিজ, অ্যাকোয়াকালচার ও ফিশারি এবং সামুদ্রিক প্রযুক্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত।

1.2 নীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন জাতীয় ও বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং নরওয়ের মতো দেশগুলি পরিমাপযোগ্য ফলাফল এবং বাজেটের বিধান সহ নিবেদিত জাতীয় সমুদ্র নীতি তৈরি করেছে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি নীল অর্থনীতির লক্ষ্যে অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল এবং রাজ্য পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করেছে এবং শ্রেণীবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়েছে।

1.3 1981 সালে মহাসাগর বিকাশ বিভাগ তৈরির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে প্রথম ছিল, আর এখন বানিয়েছে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক (এমওইএস)। তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ভারতের উপকূলরেখা নিয়ে "ডীপ ওশেন মিশন," "ওশেনোগ্রাফি ফ্রম স্পেস" এবং "লঞ্চিং অফ ডেটা বুয়োস" ইত্যাদি নতুন কর্মসূচি চালু করার মধ্য দিয়ে ভারত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। এই উদ্যোগগুলি উপগ্রহগুলি থেকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য আবহাওয়া সহ বিভিন্ন ওশেনোগ্রাফিক ফীচারের তথ্য পাঠাতে সক্ষম করেছে। এমওইএস মহাসাগরে সামুদ্রিক আবর্জনা/প্লাস্টিকের মূল্যায়ন করা আর তা হ্রাস করার কৌশল বিকাশের জন্য "ক্লীন সীজ প্রোগ্রাম" এ জাতিসংঘে যোগদান করেছে, যা এসডিজি -14 এর একটি অংশও। এছাড়াও এমওইএস ভারত মহাসাগরে খনিজের (পলিমেটালিক নডিউল এবং পলিমেটালিক সালফাইড খোঁজার জন্য) গভীর অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সীবেড অথরিটির (আইএসবিএ) সাথে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধির সুবিধা লাভের জন্য, ভারতকে অবশ্যই স্রোতমুখী এবং স্রোতবিমুখী উভয় কাজকর্মের জন্যই একটি স্থিতিশীল নীতি বানাতে হবে।

1.4 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সরকারের 2030 সাল নাগাদ নতুন ভারত সম্পর্কিত সংকল্পে নীল অর্থনীতিকে, বৃদ্ধির দশটি মূল দিকের মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। উপকূলীয় গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নতি

করতে এবং উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমন্বিত করার সুসংহত নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, এই দৃষ্টিভঙ্গির ষষ্ঠ দিক হিসাবে নীল অর্থনীতির উল্লেখ করা হয়। সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী 2020 সালে 74 তম স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় বিশেষ উল্লেখ করেন যে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যার সাথে আমরা ভৌগলিক সীমানা ভাগ করি শুধু তারাই প্রতিবেশী নয়, তারাও যাদের সাথে সম্পর্কে সংহতি রয়েছে। এদিকে দেশের কাছাকাছি, মূল ভূখণ্ডের পরিষেবাগুলির সমতুল্য উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করতে আমাদের দ্বীপাঞ্চলগুলিকে তাদের সুবিধার্থে সাবমেরিন অপটিকাল ফাইবার কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অক্ষের বিষয়ে অবগত থাকা উচিত, যা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, যাকে বলা যেতে পারে সিশিলিস-সিঙ্গাপুর-সামোয়া (এসএসএস) অক্ষ। এই অক্ষকে ভারতের পক্ষে একটি শক্তিশালী নীল অর্থনীতি নীতির ভিত্তি করা উচিত।

1.5 ভারতের সামুদ্রিক অবস্থান অনন্য। এর 7517 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা বরাবর নয়টি উপকূলীয় রাজ্য এবং 1382 দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। দেশে 12 টি বড় বন্দর এবং 187 টি ছোট বন্দর রয়েছে যা প্রায় 1400 মিলিয়ন টন কার্গো সামলায়, এভাবে ভারতের বাণিজ্যের 95% সমুদ্রপথেই হয়। দুই মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারের বেশি ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) জীবিত ও নির্জীব সম্পদে সমৃদ্ধ এবং অপরিশোধিত তেল ও পুনরুদ্ধারযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারযোগ্য সম্পদে পূর্ণ। উপকূলীয় অর্থনীতি 4 মিলিয়নের বেশি জেলে এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহে সহায়ক। তাই ভারতের এই বিশাল সামুদ্রিক স্বার্থের, জাতির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং জাতীয় সুরক্ষার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

1.6 সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সামুদ্রিক ডোমেইনে স্থিতিশীল বিকাশের জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি ভারতের সামুদ্রিক স্বার্থ এবং আমাদের নীল অর্থনীতির বৃদ্ধি জোরদার করার অনুঘটক। কোভিড-19-পরবর্তী বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ভারত খুব সম্ভবত দক্ষ ও স্থিতিশীলভাবে সামুদ্রিক সংস্থান ব্যবহারের মাধ্যমে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করবে।

1.7 পরিবেশের সুরক্ষা এবং জাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও স্থূল মূল্য সংযোজনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামুদ্রিক সংস্থানের দক্ষ ও স্থিতিশীল ব্যবহারের জন্য এবং মহাসাগর সম্পর্কিত সক্ষমতা, ক্ষমতা ও দক্ষতাগুলিকে একত্রিত ও জোরদার করার জন্য ভারতের প্রচেষ্টা করা উচিত।

1.8 ভারতের নীল অর্থনীতির বিকাশে একটি স্বচ্ছ নীতিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট লক্ষ্য প্রণয়ন করা দরকার। এই নীতিকাঠামোর উদ্দেশ্য হবে জাতীয় সুরক্ষার উদ্দেশ্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি চরিতার্থ করার সাথে ভারতের বিকাশের লক্ষ্য মেলানোর সময় এই নতুন ডোমেইনে স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ সুগম করে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি করা।

2. ভবিষ্যমার্গ - ভারতের নীল অর্থনীতির জন্য নীতি কাঠামোর খসড়া

ভূমিকা

2.1 ভারতের সামুদ্রিক অবস্থান অনন্য। এর 7517 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা বরাবর নয়টি উপকূলীয় রাজ্য এবং 1382 দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। দেশে 12 টি বড় বন্দর এবং 187 ছোট বন্দর রয়েছে যা 2019 সালে প্রায় 633.87 মিলিয়ন টন কার্গো পরিচালনা করেছিল। ভারতের বাণিজ্যের 95% সমুদ্রপথেই হয়। দুই মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারের বেশি ভারতের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলটি জীবিত ও নির্জীব সম্পদে সমৃদ্ধ এবং অপরিশোধিত তেল ও পুনরুদ্ধারযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারযোগ্য সম্পদে পূর্ণ। এটি সমুদ্র উপকূলীয় উৎপাদন ও পরিষেবাতে, বাণিজ্যে, শিপিংয়ে, গভীর সমুদ্র খনিজ, অ্যাকোয়াকালচার ও ফিশারি এবং সামুদ্রিক প্রযুক্তিতে মূল্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপকূলীয় অর্থনীতি 40 লক্ষেরও বেশি জেলে এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহে সহায়ক।

2.2 তাই ভারতের এই বিশাল সামুদ্রিক স্বার্থের, জাতির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং জাতীয় সুরক্ষার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের নীল অর্থনীতি জাতীয় অর্থনীতির একটি অঙ্গ যাতে ভারতের আইনব্যবস্থার অধীনে সমুদ্র, সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক সংস্থানের পুরো ব্যবস্থা এবং মানবসৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত, যা পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনে সহায়তা করে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, পরিবেশ রক্ষা এবং জাতীয় সুরক্ষার সাথে সুস্পষ্টরূপে জড়িত।

ভারতের নীল অর্থনীতির সুবিধা নিতে, নিম্নোক্ত নীতি কাঠামোর খসড়াটি বিশদ সাব-গ্রুপ রিপোর্টে উল্লিখিত তথ্যের বিশ্লেষণ করার পরে প্রস্তাবিত হল।

বিশ্বে স্থান

2.3 বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে উত্থাপিত আশঙ্কার পাশাপাশি ভবিষ্যতের বিকাশ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করতে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএনইউ) অধ্যাপক গুন্টার পাওলি 1994 সালে সর্বপ্রথম নীল অর্থনীতির অর্থনৈতিক দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। এরপরে, 2012 সালে তৃতীয় বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন সম্মেলন - রিও+20 এর পরে নীল অর্থনীতি আরও বেশি গুরুত্ব পায়। সম্মেলনটি সবুজ অর্থনীতির ধারণাটিকে নীল অর্থনীতিতে নিয়ে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। জাতিসংঘের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্য 14 অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী প্রশাসন ও সমুদ্রের সংস্থানের ব্যবহারের দিকনির্দেশক নীতি হিসাবে "স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং স্থিতিশীল ব্যবহার" করার কথা বলা হয়। সদস্য দেশ নীল অর্থনীতির নিজস্ব সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

2.4 নীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন জাতীয় ও বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং নরওয়ের মতো দেশগুলি পরিমাপযোগ্য ফলাফল এবং বাজেটের বিধান সহ নিবেদিত জাতীয় সমুদ্র নীতি তৈরি করেছে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি নীল অর্থনীতির লক্ষ্যে অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল এবং রাজ্য পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করেছে এবং শ্রেণীবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়েছে।

2.5 1981 সালে মহাসাগর বিকাশ বিভাগ তৈরির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে প্রথম ছিল। তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ভারতের উপকূলরেখা নিয়ে "ডীপ ওশেন মিশন," "ওশেনোগ্রাফি ফ্রম স্পেস" এবং "লঞ্চিং অফ ডেটা বুয়োস" ইত্যাদি নতুন কর্মসূচি চালু করার মধ্য দিয়ে ভারত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক

(এমওইএস) মহাসাগরে সামুদ্রিক আবর্জনা/প্লাস্টিকের মূল্যায়ন করা আর তা হ্রাস করার কৌশল বিকাশের জন্য "ক্লীন সীজ প্রোগ্রাম" এ জাতিসংঘে যোগদান করেছে, যা এসডিজি -14 এর একটি অংশও। ভারতের 75000 বর্গকিলোমিটার এবং ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলে পলিমেটালিক নডুল এবং পলিমেটালিক সালফাইড খোঁজার জন্য 10000 বর্গকিলোমিটার এলাকাতেও ভারতের অন্বেষণের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

সংকল্প

2.6 2019 সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সরকারের 2030 সাল নাগাদ নতুন ভারত সম্পর্কিত সংকল্পে নীল অর্থনীতিকে, আর্থিক বৃদ্ধির দশটি মূল দিকের মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করে। সুসংগত নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির ষষ্ঠ দিক হিসাবে নীল অর্থনীতির উল্লেখ করা হয়। নীল অর্থনীতি সম্পর্কিত পূর্বের একটি নীতির খসড়া 2015 সালে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক (এমওইএস) আনে, যদিও তা কখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই নীতি কাঠামো ঐ নীতির কাগজে থাকা বেশ কয়েকটি ধারণার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

2.7 ভারতের নীল অর্থনীতির আর্থ-অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এগুলি উপর নজর দেওয়া উচিত: -

- নীল অর্থনীতি কর্মসূচির সঠিক পরিমাপ এবং জাতীয় আয়ে তার অবদানের একটি কাঠামো রুপায়ন;
- মহাসাগরীয় সম্পদ এবং তার - স্থিতিশীল ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের পাশাপাশি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা
- নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে এবং জিডিপি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে অনুকূল করতে আর্থিক মূলধন, আক্ষরিক মূলধন, প্রাকৃতিক মূলধন এবং মূলধন হিসাবে মানুষের উপর বিনিয়োগ;
- উপকূলীয় অঞ্চলে জেলেদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জীবিকা সুনিশ্চিত করা
- বর্জ্যহীন, কম কার্বনযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন যা জনসংখ্যার বড় অংশের জন্য অর্থনৈতিক লাভের মুখ দেখায়, মহাসাগর সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সুষম আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান।

শিরোনাম এবং প্রয়োগ

2.8 এই খসড়া নীতিকে “ভারতের নীল অর্থনীতির জাতীয় নীতি - 2020” বলা যায়। ভারত সরকারের এই নীতিমালার খসড়া যথাযথ বিবেচনা করে মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং পরিবর্তন করা উচিত। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, এটিকে "নীতি" হিসাবে উল্লেখ করা হবে। নীতি পরিচালনার জন্য ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক নোডাল মন্ত্রক হবে

উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

2.9 যখনই অনুমোদিত হবে, এই চূড়ান্ত নীতিই হবে ভারতের নীল অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রাথমিক নীতি তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের নথি।

নীতির অপরিহার্য দিকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে।

(A) নীল অর্থনীতির জন্য একটি জাতীয় হিসাব ব্যবস্থা

2.10 নীল অর্থনীতি সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ডেটা তৈরি ও সংগ্রহের জন্য একটি নতুন শক্তিশালী প্রক্রিয়া তৈরি করা হবে। মিশ্র গঠন, বৃদ্ধি এবং ট্র্যাজেক্টরি মূল্যায়নের জন্য নীল অর্থনীতির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির পর্যায়ক্রমিক গবেষণা গ্রহণ করা হবে।

2.11 নীল অর্থনীতি সম্পর্কিত সেক্টর এবং সাব সেক্টরগুলি চিহ্নিত করতে এবং পরিমাপের জন্য কাঠামো বিকশিত করতে একটি বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করা হবে। বিদ্যমান শিল্প শ্রেণীবদ্ধকরণ প্রোটোকল এবং ওয়েটেজ বরাদ্দ করার দিকগুলি এক্ষেত্রে পুনর্বিবেচিত হবে। নীল অর্থনীতি পরিমাপ এবং পরিচালনার সাথেই সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি বিকাশের জন্য শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির/সংস্থাগুলির সাথে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা করা হবে।

(B) এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল ন্যাশনাল কোস্টাল মেরিন স্পাশিয়াল প্ল্যানিং ফ্রেমওয়ার্ক

2.12 ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক এবং সঠিক মানচিত্র সমন্বয় করলে উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক স্পাশিয়াল পরিকল্পনা সঠিক দিকে এগোবে। ভারত ইউনেস্কো-আইওসির নির্দেশিকা গ্রহণ করবে এবং মেনে চলবে। আমাদের জাতীয় এবং স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য দরকারি পরিবর্তন নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করা হবে। এর জন্য ভূবিজ্ঞান ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিভাগের/সংস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন। সিএমএসপি ভারতের দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল সহ ভারতের ইইজেড-এ নীল অর্থনীতির ভবিষ্যতের বিকাশের এবং দ্বীপ অঞ্চলে ইকোট্যুরিজম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং নীল পতাকা সমুদ্র সৈকতের সংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করবে। সিএমএসপি যেহেতু একটি বৃহত্তর ব্যবহারকারীর ভিত্তিতে উপলভ্য ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তাই ডেটা নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং প্রবেশাধিকারের মধ্যে স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি নতুন জাতীয় মানচিত্র এবং তথ্যের নীতি প্রণয়ন করা হবে।

2.13 পরিবেশ, ভূবিজ্ঞান ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রক, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের সাথে মিলে বিশেষ করে প্লাস্টিক এবং ক্ষুদ্র প্লাস্টিক থেকে সামুদ্রিক দূষণের ক্রমবর্ধমান আশঙ্কার শক্তিশালী প্লাস্টিক নির্মূল এবং জাতীয় সামুদ্রিক আবর্জনা নীতির মাধ্যমে মোকাবিলা করা হবে। পরিবেশ এবং বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রস্তাবিত জাতীয় উপকূলীয় মিশনকে নীল অর্থনীতি কর্মসূচির সাথে মেলানো হবে। এছাড়াও স্থিতিশীল বিকাশের লক্ষ্যের (এসডিজি-14) বাস্তবায়ন নীল অর্থনীতি নীতির একটি অংশ হবে।

(C) সামুদ্রিক ফিশারি, অ্যাকোয়াকালচার এবং মাছ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি তৈরি হবে।

2.14 গত পাঁচ বছরে, মৎস্য খাতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি দেখা গেছে। অ্যাকোয়াকালচার, কেজ কালচার, সামুদ্রিক শৈবাল এবং শৈবাল চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইকো-সিস্টেম পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে সামুদ্রিক জীব ধরে নীল বিপ্লব আরও প্রসারিত করা হবে। প্রযুক্তি, দূরভাষ-যোগাযোগ, ডিজিটাল এবং রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির ব্যাপক ব্যবহার মৎস্যজীবীদের মধ্যে এবং সমুদ্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে মূল ধারায় আনা হবে। তবে আগামী বছরগুলিতে মৎস্য সম্পদ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে।

2.15 দূরদূরান্তে যোগাযোগ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ফসল তোলার পরের আপগ্রেডেড ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনের জন্য

ব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে জেলেদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত এবং উন্নত করা হবে। শৈবাল উৎপাদনের মতো সামুদ্রিক চাষকে জাতীয় মেরিকালচার নীতির প্রবর্তন করে প্রচার করা হবে। মৎস্য সংস্থানে খাদ্য নয় এমন ধরনের খাতে জোর দিয়ে সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তির সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা হবে। বাণিজ্যিকীকরণের অপরিমেয় সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য খাদ্য নয় এমন ধরনের খাতগুলিকে কেন্দ্র করে জাতীয় স্তরে "ইনস্টিটিউট অফ মেরিন বায়োটেকনোলজি" প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হবে। সামুদ্রিক ফিশারির ব্যাপক ব্যবস্থাপনা এবং জলজ রোগ ও সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন সহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(D) দেশীয় উৎপাদন, উদীয়মান শিল্প, বাণিজ্য, পর্যটন, প্রযুক্তি, পরিষেবা এবং দক্ষতা বিকাশ প্রক্রিয়াকে নীল অর্থনীতির সাথে যুক্তকরণের দৃষ্টিভঙ্গি

2.16 উন্নত লজিস্টিক্স, ফিশারি, জাহাজ নির্মাণ এবং উপকূলীয় ও ক্রুজ পর্যটন (দ্বীপ পর্যটন ও উন্নয়ন সহ) সহ বন্দরগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত পরিকল্পনামূলক উদ্যোগ এবং বেসরকারি খাতকে নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে বিপুল এবং গুণগত জোয়ার আসে সেই প্রচেষ্টা করা হবে। নতুন এবং উদীয়মান দিক যেমন সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি, গভীর সমুদ্র খনন এবং মহাসাগরীয় শক্তিতে জোর দেওয়া হবে। মূলধন-নির্ভর হওয়ায় এই উদীয়মান খাতগুলির জন্য নিত্যনতুন অর্থায়ন এবং ব্যবসায়িক মডেলের অনুসন্ধান করা হবে।

2.17 গবেষণা ও উন্নয়ন এবং নতুনত্ব ভারতের দক্ষতা অর্জন এবং নেতৃত্বের চাবিকাঠি যার জন্য উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকোয়ার্ড সংযোগের সাথে গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানির সম্ভাবনা সর্বোত্তম করার জন্য ব্লু ট্রেড এবং ব্লু ম্যানুফ্যাকচারিং অনুসরণ করা হবে যার জন্য উপযুক্ত দক্ষতার কোর্স এবং সহায়ক নিয়ামক ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়নের অধ্যয়নগুলি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল পর্যটন অঞ্চলগুলিতে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হবে যাতে পরিবেশের পরিকাঠামো এবং পদক্ষেপগুলিকে বাস্তুতন্ত্রের "বহন ক্ষমতা"র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

(E) লজিস্টিক্স, পরিকাঠামো এবং শিপিং (ট্রান্সশিপমেন্ট সহ) বাড়াতে একটি সুসংহত পরিকল্পনা

2.18 সাগরমালা কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে ধারণা করা বন্দর পরিচালিত উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ক্লাস্টারগুলির উপর আরো বেশি মনোযোগ এবং তহবিলের মাধ্যমে সেগুলিতে উৎসাহ দেওয়া হবে। ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে 30-বছর-মেয়াদী পরিকল্পনা ও আত্মনির্ভর ভারতের মাধ্যমে ভারতে তৈরি ও আধুনিকিকরণ করা হবে।

2.19 ট্যাক্স ব্যবস্থার সুসংহতকরণ সহ ব্যবসা ও দক্ষতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে লজিস্টিক্স ও সংযোগ বৃদ্ধির জন্য একটি সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবে। লজিস্টিক্স ব্যয় হ্রাস করতে একটি মাল্টি মডেল নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল গ্রিডের জন্য জাতীয় মাস্টার প্ল্যান চালু করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জের জন্য টেলিযোগাযোগ

এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো জোরদার করা হবে। জটিল ও কৌশলগত সমুদ্র খাতের সমন্বিত পরিকল্পনার জন্য একটি জাতীয় সমুদ্র নীতিও চালু করা হবে।

(F) উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রে খনন, নতুন এবং নবায়নযোগ্য অফশোর এনার্জি এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কাঠামো নির্মাণ

2.20 মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, হাইড্রোকার্বন, মূল্যবান খনিজ এবং ধাতু সরবরাহ করার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে। ইইজেড-এ হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য বেশ কয়েকটি চুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ছাড়পত্র জারি করার জন্য আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয়, ডেটা ভাগাভাগি করা ইত্যাদি প্রয়োজন। গবেষণা চালানো এবং প্রযুক্তি বিকাশ করার জন্য যথাযথ আর্থিক ব্যয়ের পাশাপাশি বিনিয়োগের জন্য মানবসম্পদ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশীয়র পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা সংহত ও জোরদার করা হবে। কাজে লাগানোর মত খনি অন্বেষণ করতে এবং তা উত্তোলনের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য জাতীয় প্লেসার মিশন চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারত মহাসাগরে কোবাল্ট সমৃদ্ধ সী মাউন্ট ফেরো ম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট (এসএফএমসি) অনুসন্ধানে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। পরিবেশগত প্রভাব নিরীক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যাশা এবং খনির মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত নীতিও গৃহীত হবে। ভারত 2023 সালের মধ্যে ইইজেড অন্বেষণে বদ্ধপরিকর এবং এই লক্ষ্যে, দরকার হলে অন্যান্য অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে, গভীর সমুদ্রে যাওয়ার জন্য একটি মানবচালিত সাবমার্শিবল ভেহিকল চালু করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। উচ্চ প্রযুক্তি শিক্ষায় নীল অর্থনীতি এবং নীল গবেষণার উপর পাঠ্যক্রমে জোর দেওয়ার সাথে ভারতের কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক কর্মীদের সম্ভার আরও বাড়ানো হবে। খনিজের জন্য বরাদ্দ অঞ্চলে ভারতের আন্তর্জাতিক জলে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

2.21 আমাদের সমুদ্রতলপৃষ্ঠের সামুদ্রিক সংস্থানের জন্য সেখানকার জীবিত এবং নির্জীব সংস্থানের একটি তালিকা তৈরি হবে, যাতে জাতীয় সামুদ্রিক সম্পদ ডেটাবেস শীঘ্র তৈরি করা যায় সেই প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

(G) সামুদ্রিক নিরাপত্তা, কৌশলগত দিক এবং আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো নির্মাণ

2.22 ভারত সর্বাত্মকভাবে সকল প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দল এবং প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়ে সামুদ্রিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করবে। ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অক্ষের বিষয়ে অবগত যা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, যাকে বলা যেতে পারে সিশিলিস-সিঙ্গাপুর-সামোয়া (এসএসএস) অক্ষ।

2.23 সামুদ্রিক আইন সম্পর্কিত জাতি সংঘের কনভেনশন (ইউএনসিএলওএস) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা যেমন বায়োলজিকাল বায়োডায়োভারসিটি বেয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিশডিকশন (বিবিএনজে) ইত্যাদি এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক ফোরা যেমন ইউনেস্কোর আন্তঃসরকারি ওশেনোগ্রাফিক কমিশন, কমিশন অফ দ্য লিমিটস অফ দ্য কন্টিনেন্টাল শেল্ফ (সিএলসিএস), ইন্টারন্যাশনাল সীবেড অথরিটি (আইএসবিএ), ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল অন দ্য ল অফ সী (আইটিএলওএস) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারত যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তা নিশ্চিত করার জন্য

একটি পদ্ধতিগত সুব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সংস্থাগুলির শক্তিশালী উপস্থিতি তাই অত্যাবশ্যক। মূল সঙ্গী দেশগুলির সাথে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের পাশাপাশি সামুদ্রিক এলাকার বিষয়ে সচেতনতা আরও জোরদার করা হবে। 2015 সালে সিকিওরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজন (এসএজিএআর) এ হওয়া কথা অনুযায়ী ভারত নিরাপদ ভারত মহাসাগরের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাবে যা সামুদ্রিক প্রতিবেশীদের সাথে নীল অর্থনীতিতে অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে। বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রতিবেশীদের চাহিদা তুলে ধরে এমন একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা হবে যাতে উন্নয়নে সহায়তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য ধার্য করা যায় এবং পারস্পরিক অগ্রাধিকারে সামঞ্জস্য থাকে। আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে ভারত জড়িত থাকবে, তা হল ডব্লিউটিওতে ফিশারি সাবসিডি নিয়ে চলমান বাণিজ্য আলোচনাতে।

2.24 ভারত মহাসাগরে বহুস্তরীয় নজরদারি এবং নিরাপত্তা বিশেষভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং কেনার মাধ্যমে বাড়ানো হবে। উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সুরক্ষাও জোরদার করা হবে, যার জন্য রাজ্যগুলির সাথে একসাথে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(H) মহাসাগরীয় প্রশাসন (ওশেন গভর্নেন্স)

2.25 নীতির সকল সাংবিধানিক দিক একটি সমন্বিত মহাসাগরীয় প্রশাসন কাঠামোর উপর নির্ভর করে, যা একাধিক স্টেকহোল্ডার এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও উপকূলীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়, যোগাযোগ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। সুসংগত পদ্ধতিতে নীতির খসড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রূপায়িত করা দরকার। এটি সিলোসে কাজ, একই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি এড়াবে এবং নীতিগত সম্পৃক্ততা তৈরি করবে। সেইমত, জাতীয় নীল অর্থনীতি পরিষদ (এনবিইসি) নামে একটি এপেক্স সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব আনা হয়েছে যাতে সর্বাত্মক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সমস্ত দক্ষতা এবং প্রকল্পগুলিকে একটি তদারকি সংস্থার আওতায় আনা যায়।

নীল অর্থনীতি প্রশাসনের কাঠামো

2.26 জাতীয় নীল অর্থনীতি পরিষদ একত্রিত করার প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাহলে সমস্ত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে একসাথে আনা যাবে। এনবিইসি'র কাঠামোর উপরোক্ত বিষয়গুলির সাপেক্ষে ধারাবাহিকতা, অন্যান্য সমস্ত কর্তৃপক্ষ, বিভাগীয় কাঠামো এবং নীতিমালা বিবেচনায় রাখার প্রস্তাব আনা হয়েছে। ফলে আন্তঃসংযুক্ত সমস্যা এবং আর্থিক সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে একসাথে বিষয়টিতে এগনো যাবে। এই পরিষদ নিম্নলিখিত কাজগুলিতে সহায়তা করবে:

i) সময়মতো বাস্তবায়নের জন্য নীল অর্থনীতি স্কিম, প্রকল্প এবং লক্ষ্যমাত্রার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ।

ii) নীতির উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নির্দেশিকা/নির্দেশাবলী সরবরাহ করা।

iii) নীল অর্থনীতিতে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মন্ত্রণ/বিভাগগুলিকে নির্দেশিকা/নির্দেশাবলী প্রদান করা।

iv) শুল্ক নির্ধারণ, ফিশারিতে ভর্তুকি আলোচনা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ক দিকগুলিতে নির্দেশিকা/নির্দেশাবলী প্রদান করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।

তাছাড়া ভারতের অনুমোদন মঞ্জুর করা, ইজারা দেওয়া, মূল্যায়ন এবং অফশোর কাজকর্ম যেমন অন্বেষণ, পরিবহন, সঞ্চয়স্থান ইত্যাদির উপর নজরদারি সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো বা সম্পূর্ণ/সামগ্রিক বিধি নেই। এমএনআরই-এর মতো কিছু মন্ত্রক এটি করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং, ভারতে সমস্ত সামুদ্রিক খনিজ,

গভীর সমুদ্রের মাছ, উপকূলীয় শক্তির বিকাশ ইত্যাদির পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অবাধ প্রশাসন কাঠামো তৈরি করার ভীষণ দরকার। এটি সমস্ত মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারগুলির সমন্বয় করবে এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রশাসনিক পদ্ধতির সাথে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখবে। এটি প্রস্তাবিত এনবিইসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে।

2.27 এই বডি একটি এপেক্স বডি হবে যা কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরিতে অবদান রাখবে। এতে শিল্প, গবেষণা সংস্থা এবং নীতির পক্ষে থাকা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরিষদের সদস্যরা ভূবিজ্ঞান, বিদেশ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি, খনি, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, ফিশারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পর্যটন, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, শিপিং, আর্থিক ও এনএসএ'র মন্ত্রী হতে পারেন। তাছাড়া নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সহ উপকূলীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও সদস্য হবেন। এফআইসিসিআই, অ্যাসোচাম এবং সিআইআইয়ের প্রেসিডেন্টরাও আমন্ত্রিত হতে পারেন এবং ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব সদস্য-সচিব হতে পারেন।

পরিষদকে বছরে কমপক্ষে একবার মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে, পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলি অনুমোদনের পাশাপাশি সাফল্যের পর্যালোচনা করতে হবে।

2.28 বিভিন্ন অ্যাকশন পয়েন্টগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাহী কমিটির প্রয়োজন হবে যা মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্ব নেবে। সেইমত, পরিষদ তার কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করবে, যাতে এমওইএস এর মন্ত্রী - সভাপতি হিসাবে, নীতি আয়োগের প্রধান নির্বাহী ভাইস চেয়ার হিসাবে এবং ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন। অর্থ মন্ত্রক (ব্যয় দপ্তর), বিদেশ বিভাগ, নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ফিশারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পর্যটন, প্রতিরক্ষা, শিপিং, বাণিজ্যের সচিব এবং উপকূলীয় রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট মুখ্য সচিবগণ, এনএসএটর প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সমিতিগুলির সিনিয়র প্রতিনিধিরা সদস্য হতে পারেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির নিম্নোক্ত রেফারেন্সের শর্ত থাকতে পারে:

(i) জাতীয় নীল অর্থনীতি পরিষদের সুপারিশ বাস্তবায়নে মন্ত্রক/বিভাগকে সাহায্য ও সহায়তা করা।

(ii) মন্ত্রক ও রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা।

(iii) নীল অর্থনীতিতে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মন্ত্রক/বিভাগকে সহায়তা প্রদান

(iv) শুল্ক নির্ধারণ, ফিশারিতে ভর্তুকি আলোচনা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ক দিকগুলিতে মন্ত্রক/বিভাগকে সহায়তা করা, যেখানে প্রয়োজন

এই কমিটি যখন যেমন প্রয়োজন হবে সেইমত, ন্যূনতম হিসাবে প্রতিবছর তিন বার পরিষদের উপযুক্ত সিনিয়রিটি র‍্যাঙ্ক এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে একজন মনোনীত প্রধান নির্বাহী অফিসার (সিইও) থাকবেন। তবে নীতির কাঠামো চূড়ান্ত করার আগে প্রস্তাবিত পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির প্রয়োজনীয়তা এমওইএস এর সাথে পরামর্শ করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

জাতীয় নীল অর্থনীতি তহবিল (এনবিইএফ)

2.29 এনবিইসির অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি নীল অর্থনীতি তহবিল, অংশগ্রহণকারী মন্ত্রক/বিভাগগুলি থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অথবা এনবিইসির প্রশাসনরত পরিষদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একক বাজেটেড আইটেম হিসাবে স্থাপন করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে ভারতের কৌশলগত গুরুত্বের প্রকল্পগুলি শুরু করা এবং পরস্পর মেলানোকে সমর্থন করা।

মধ্য মেয়াদের উদ্দেশ্য

সময়ের সাথে সাথে ইস্যুগুলি বিবর্তিত হবে, তবে নিম্নলিখিত বলবৎযোগ্য পয়েন্টগুলি মধ্যমেয়াদে আপাতত নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

নীল অর্থনীতি আইন

2.30 মধ্যমেয়াদে নীল অর্থনীতির একটি উপযুক্ত আইনি কাঠামো কার্যকর করার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন নিশ্চিত করার জন্য নানা প্রাসঙ্গিক আইন এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আইন পর্যালোচনা, সংশোধন বা আইন করা যেতে পারে। তবে অদূর সময়ে প্রস্তাবিত নীতি কাঠামোটি এনবিইসির মতো একটি বডিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হওয়া উচিত। সিএমএসপির জন্য ভবিষ্যতের আইন বিবেচনা করা যেতে পারে, যার জন্য এনবিইসি প্রশাসনিক সংস্থা হতে পারে।

বর্ধিত ক্ষমতা

2.31 নীল অর্থনীতিকে বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে দেখা উচিত। এটি তার দরকারি খাতগুলি পূরণের জন্য প্রতিভাসম্ভার তৈরি করা প্রয়োজন। এর জন্য নীল অর্থনীতির দিকে উচ্চতর শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হবে। একই সাথে, নীল অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রতিভাসম্ভার নিয়োগের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফির মত গবেষণা এবং বিকাশের প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা দরকার। নীল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য এবং বিভিন্ন স্তরে দেশে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি, নতুন শিক্ষানীতির কাঠামোর মধ্যে নীল অর্থনীতির একটি নতুন পাঠ্যক্রম বিকাশ করা দরকার। এটি শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক যৌথভাবে পরিচালনা করতে পারে।

স্বচ্ছ ভারত থেকে স্বচ্ছ পৃথিবী, স্বচ্ছ সাগর

2.32 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 2রা অক্টোবর 2014-তে চালু করা স্বচ্ছ ভারত মিশন (এসবিএম) হল বিশ্বের বৃহত্তম স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আচরণ পরিবর্তনের কর্মসূচি। এটি ইতিমধ্যে গ্রামীণ এবং শহর উভয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

আজ, সামুদ্রিক দূষণ মহাসাগরের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। সমুদ্র দূষণের প্রায় ৪০% ভূমি ভিত্তিক উৎস, বিশেষত উপকূলীয় শহর এবং সম্প্রদায়ের থেকে আসছে। তাই স্বচ্ছ ভারতর দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবায়নকে 'স্বচ্ছ পৃথিবী, স্বচ্ছ সাগর'এ সম্প্রসারণ করার এখনই সঠিক সময়। এটি মানব ও শিল্প বর্জ্য পরিচালনার কৌশলগুলিতে, বিশেষত ভূমি এবং জলে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে এক অনন্য এবং সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আনবে। এটি ভারতকে বিশ্বব্যাপী প্রথম জাতি হিসাবে এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, নগর

উন্নয়ন ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের এই অনন্য পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের সাথে অংশীদারিত্বের প্রয়োজন হবে।

উপসংহার

2.33 নীতির খসড়াটির লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে ভারতের জিডিপিতে নীল অর্থনীতির অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা, উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নতি করা, আমাদের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং আমাদের সামুদ্রিক অঞ্চল ও সংস্থানের নিরাপত্তা বজায় রাখা। আজ, নীল অর্থনীতি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কল্যাণের পরবর্তী মানদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তবে শর্ত এই যে এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব এবং আর্থসামাজিক কল্যাণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। সুতরাং, নীল অর্থনীতির নীতি তৈরির প্রস্তাবিত রোডম্যাপ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কল্যাণের সম্ভাবনাকে চরিতার্থ করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।